জন্মহীনের জন্ম

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. ভগবানের জন্ম দিব্য:
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে তিনি অজ - অর্থাৎ জন্মরহিত - যার কোন জন্ম হয় না। তবে বলেছেন যে তাঁর জন্ম সাধারণ জীবের মত নয় - সেটি দিব্য।

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" (গীতা ৪/৯)
অর্থাৎতাঁর জন্ম এবং কর্ম দিব্য। দিব্যম শব্দ দ্বারা অলৌকিক কিছু বোঝায়। তাহলে বোঝা গেল সাধারণ জীবের মত তাঁর জন্ম এবং কর্ম নয়। বরং অলৌকিক।

আমরা মায়াবদ্ধ জীব। তাই আমাদের জন্ম এবং ভগবানের জন্ম একরকম নয়। আমরা জড়জগতের জীবগণ নিজেদের কর্মফল ভোগ করার জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত একটি জড়দেহ ধারণ করি যা ত্রিগুণাত্মক - অর্থাৎ সত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ সম্পন্ন। এধরণের শরীর আমরা পূর্ব জীবনের কর্মফলের কারণে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। কিন্তু ভগবান আমাদের মত মায়াধীন নয়, বরং মায়াধীশ - অর্থাৎ মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এজন্য তিনি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা উৎপন্ন ত্রিগুণাত্মক শরীর গ্রহণ করেন না বা তাঁকে করতে হয় না।

এখন দেখা যাক ভগবান কিভাবে এই জড়জগতে আবির্ভুত হন। এই সম্পর্কে তিনি গীতায় বলেছেন-
"অজোহপি সন্নব্যয়ভূতানামীশ্বরোহপি সন।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।"
(গীতা ৪/৬)
অর্থাৎ আমি যদিও অজ এবং আমার দিব্যদেহ কখনও হ্রাস পায়না এবং যদিও আমি সমস্ত জীবের অধীশ্বর, তথাপি আমি আমার আদি রূপসহ প্রতিকল্পে অবতীর্ণ হই।

ভগবান নিজ-শুদ্ধসত্ব স্বরূপ প্রকৃতিকে স্বীকার করে যোগমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভুত হন। এখানে প্রকৃতি বলতে ভগবানের বহিঃরঙ্গা মায়াশক্তি বোঝায় না। কারণ মায়াসক্তি ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি নয়। তার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। শ্রীধর স্বামীপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর লিখিত তাঁর সুবোধনী টীকায় প্রকৃতি বলতে "স্বাং শুদ্ধসত্বাত্মিকাং প্রকৃতিং" বোঝান - অর্থাৎ নিজের শুদ্ধসত্বাত্মিকা স্বরূপশক্তিকে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করে ভগবান আবির্ভুত হন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যাপাদ প্রকৃতি বলতে ভগবানের নিজের স্বভাবকে বুঝিয়েছেন। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী এই স্বভাব বলতে ভগবানের মায়াশক্তি নয়, বরং সচ্চিদানন্দঘনরস কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবান স্বরূপে অবস্থিত হয়েই আবির্ভুত হন। অন্যকথায় দেহ-দেহি ভাব ছাড়াই দেহবৎস্বরূপকে ব্যবহার করে আবির্ভুত হন।

ভগবান আবার বলেছেন তিনি অব্যয় - তাহলে তাঁর আত্মাও অব্যয় বলা যায়। যদি তাই হয় তবে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে কৃষ্ণ রূপে যখন তিনি আবির্ভুত হন তখন তাঁর পূর্ব পূর্ব আবির্ভাব - স্বরূপ সমূহ একই সঙ্গে এবং সময়ে আমরা দেখতে পাই না কেন? অর্থাৎ কৃষ্ণ অবতারের সাথে তাঁর মৎস্য, কুর্ম ইত্যাদি স্বরূপ কেন দেখতে পাওয়া যায় না। এর উত্তরও ভগবান গীতায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" (গীতা ৭/২৫)
অর্থাৎ আত্মভূতা-স্বরূপভূতা যে মায়া তথা চিৎশক্তির বৃত্তি যে যোগমায়া তার দ্বারা নিজরূপের
আবরণ ও প্রকাশ করে। আবার এর দ্বারাই (যোগমায়া) পূর্ব পূর্ব সময়ের অবতীর্ণ স্বরূপসমূহকে (মাংস, কূর্ম ইত্যাদি) আগেই আবরণ (ঢেকে) বর্তমান স্বরূপকে প্রকাশ করে আবির্ভুত হন। এক্ষেত্রে শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন - আত্মমায়য়া - সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বল-বীর্য ইত্যাদি শক্তির সাথেই ভগবান নিজকে প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন - আত্মমায়য়া

বলতে আত্মজ্ঞান বোঝায়। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন - ভগবান বাসুদেবে দেহ-দেহি ভাব শুন্য। তবে তাঁকে সাধারণ মানুষ দেহ-দেহি বলে ভাবেন তা মায়া মাত্র।

২. কিভাবে / কি উপায়ে জন্মগ্রহণ করেন? (আবির্ভুত হন?)
এই জড়-জগতে বদ্ধজীবের অনুসদৃশ আত্মা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে পিতার শুক্রের মাধ্যমে। কিন্তু ভগবানকে (কৃষ্ণকে) এভাবে গর্ভে প্রবেশ করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড়জগতে তাঁর দিব্য লীলা প্রকাশের জন্য আবির্ভুত হন, তখন তিনি বাৎসল্য রসের কোন শুদ্ধভক্তদের তাঁর পিতা-মাতা হিসেবে গ্রহণ করেন।

শ্রীভগবান প্রথমে বাসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। তারপর সেখান থেকে প্রকাশিত হন দেবকীর হৃদয়ে। তারপর তিনি গভীর রাত্রে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদা সহ চতুর্ভুজ রূপ পরিগ্রহ করে কংসের কারাগারে বাসুদেব ও দেবকীর সামনে আবির্ভুত হন। পরে দেবকীর অনুরোধে দ্বিভূজ রূপ ধারণ করেন। সুতরাং দেখা যায় ভগবান তাঁর কোন বাৎসল্য রসের ভক্ত ও ভক্তিনকে কৃপা করার জন্য বাবা-মা হিসেবে প্রথমে নির্বাচন করেন। তারপর তার শুদ্ধ-স্বত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করে একসময় সেখান থেকে আবির্ভুত হন। তাই দেখা যায় বদ্ধজীবকে যেভাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয় ঠিক সেইভাবে ভগবানকে শুদ্ধভক্তিনের গর্ভে প্রবেশ করতে হয় না।

৩. ঘন ঘন অবতরণ / আবির্ভুত হন না :
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন-তখন আবির্ভুত হন না। তিনি অবতীর্ণ হন বিশেষ দ্বাপর যুগে। আবার তিনি লোক পিতামহ ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার মাত্র। এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। জড় জগতের সময় পরিমাপে ব্রহ্মার ১ দিন হল ৪৩২ কোটি বছর। আবার তাঁর ১ রাতও একই সময় কাল। অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন-রাত্রি মিলে ২ হাজার চতুর্যুগ হবে। এই ২ হাজার চতুর্যুগে তাই দুই হাজার দ্বাপর যুগও থাকবে। এই ২ হাজার দ্বাপর যুগ অন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার করে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

এখন দেখা যাক এই দুই হাজার চতুর্যুগের মধ্যে কোন দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভুত হন? এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে -
"পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।।
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার।।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি।।
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর।।
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর।।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।।"
(চৈ. চ. আদি ৩/৫-১০)

উপরোক্ত শ্লোকসমূহ থেকে বোঝা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার ১ দিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হন। এখন ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার ১ দিন হয়। এই ১৪ মন্বন্তরের মধ্যে বৈবশ্বত মন্বন্তর হলো ৭ম মন্বন্তর। আবার ৭১ চতুর্যুগে ১ মন্বন্তর হয়। এই ৭১ চতুর্যুগের মধ্যে ২৭ নং চতুর্যুগের পর ২৮তম চতুর্যুগে যে দ্বাপর যুগ পরিলক্ষিত হয় তার শেষ দিকে - অর্থাৎ পরবর্তী কলিযুগের কিছু আগে নিজ পরিবার এবং ধাম সহ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আবির্ভুত হন।

৪. অবতরণ / আবির্ভাবের কারণ কি কি?

এই জড়জগতে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ হল তিনটি যা তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকাশ করেছেন:
"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"
(গীতা ৪/৭-৮)
অর্থাৎ যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকট করি।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুস্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম পুনরায় স্থাপণের জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভুত হই। তখন দেখা গেল নিম্নোক্ত তিনটি কারণে ভগবান এই জড় জগতে আবির্ভুত হন।
(ক) দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে তাঁর ভক্ত সাধুদের রক্ষা।
(খ) ভগবৎ এবং সাধু-বিদ্বেষী দুস্কৃতিকারী বা অসাধুদেরকে বিনাশ।
(গ) ধর্ম সংস্থাপণ - অর্থাৎ ধর্মের পুনঃজাগরণ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ গীতার উপর তার সুবোধনী ভাষ্যে বলেন - এক্ষেত্রে দুষ্কৃতিগণের প্রতি বিনাশকারী ভগবানের কোন কৃপাই নেই - এরূপ ভাবা ঠিক নয়। শাস্ত্রে বলেছে, যেমন নিজের সন্তান / শিশুর প্রতি মায়ের লালন-পালন এবং শাসন / তাড়ণ অ-করুণা নয়, একইভাবে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক দুষ্টের নিগ্রহ দোষ নয়, বরং করুণাই বলা যায়।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত তিনটি কারণের জন্য (কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য) ভগবান কৃষ্ণের অবতারগণই যথেষ্ট। তাহলে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসব কাজের জন্য নিজে কেন অবতরণ করলেন? এসবতো যুগাবতারের কাজ। এর উত্তর হল: যে সময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভুত হন, তখন সব অবতারই তাঁর সাথে থাকেন। এজন্যই অবতরী কৃষ্ণের মধ্যে অবস্থানকারী চতুর্ভুজ কৃষ্ণ - অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং অসুরদেরকে নিধন করেছিলেন। স্বয়ং লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কোন অসুরকে হত্যা করেননি।

৫. এই বছর (২০২১) ভগবানের (কৃষ্ণের) কততম আবির্ভাব তিথি?
খ্রিস্টপূর্ব ৩১০১ সালে কলিযুগ আরম্ভ হয়। ভগবান অপ্রকট হওয়ার পরই কলিযুগ আরম্ভ হয়। এখন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। ভগবান এই জগতে ১২৫ বছর প্রকট ছিলেন। তাই ৩১০১ + ২০২১ + ১২৫ = ৫২৪৭তম হল ভগবান কৃষ্ণের জন্ম / আবির্ভাব তিথি।

হরে কৃষ্ণ ! জয় গুরুদেব কি জয় !